যুগান্তর

তারিখ ... 3 SEP ২০১২ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৬ ...

পরীক্ষার মাধ্যমেই মেডিকেলে ভর্তি

যুগান্তর রিপোর্ট

চলতি বছর মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার নিরসন হয়েছে। রোববার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হকের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ আগস্ট থেকে চলমান এ বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করেছে। রিট মামলা প্রত্যাহার করে নিলে প্রচলিত ভর্তি পদ্ধতি বহাল রাখার ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দেয়া প্রতিশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে রাজি না হলেও সভাশেষে অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে তারা মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। শিক্ষার্থীরা রিট আবেদনকারী আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দের সঙ্গে দেখা করে প্রথমে রিট মামলা প্রত্যাহারের অনুরোধ ও এক পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করলে শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে রিট মামলা প্রত্যাহার করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। আজ মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করা হবে। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত চলতি বছরও সরকারি বেসরকারি

ভর্তি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

ভর্তি : পরীক্ষার মাধ্যমেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। আদালতে রিট থাকায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরাসরি এ কথা না বললেও কৌশলে বলেন, ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তাই রিট প্রত্যাহার করা হলে আগের পদ্ধতি বহাল থাকবে। তিনি জানান, এরই মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দ্রুত ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্যে আবেদনপত্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, বিগত বছরের মতো এবারও অনলাইনের মাধ্যমেই আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা যুগান্তরকে বলেছেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রোববার সকাল সাড়ে ৯টায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দুই গ্রুপের বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও বৈঠকে শিক্ষার্থীদের কোন গ্রুপের কতজন অংশ নেবে তা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারায় বৈঠক বিলম্বে শুরু হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা পঙ্কিজ চৌধুরী একাধিকবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভর্তি পদ্ধতি বহাল রাখার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ৫ জনকে সভায় আসার ব্যাপারে রাজি করান। এরা হলো ফয়েজ, আশিক, মনিরুল, ফারজানা ও নাজনুল। জিপিএ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষে জবা, আকিব ও সেতু অংশ নেয়। বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন ডা. মজিবুর রহমান ফকির, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হুমায়ুন কবীর, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার মোঃ সিফায়েত উল্লাহ, পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফ, সাংবাদিক আবিদ রহমান ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি (শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণাকারী) ড. সৈয়দ আবুল মোকসেদসহ মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভা শুরু হওয়ার পর মিডিয়া কর্মীদের পরে ব্রিফিং করা হবে বলে বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হয়।

সভা শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, চলমান সমস্যার দ্রুত নিরসন করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ১২ আগস্ট ভর্তি পদ্ধতি সম্পর্কিত বৈঠকে জিপিএ পদ্ধতিতে ভর্তির প্রস্তাবনা এলেও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে এবং এ নিয়ে রিট মামলা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। তিনি বলেন, যেহেতু গত বছরের পরীক্ষা পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয়নি সেহেতু শিক্ষার্থীরা রিট প্রত্যাহার করে নিলে স্বাভাবিকভাবে আগের পদ্ধতিতেই পরীক্ষা হবে। তবে রিট প্রত্যাহার করা না হলে আদালতের রায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এরই মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি উভয় মেডিকেল কলেজে ভর্তি আবেদনপত্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সময় সাংবাদিকরা সুস্পষ্টভাবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আদালতে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে সরাসরি তার বলার কোন সুযোগ নেই।

এ সময় ভর্তি পদ্ধতি বহাল রাখার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানায়, সভায় তাদের দাবি স্পষ্ট করে বলতে দেয়া হয়নি। তাই এ আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। তারা বলে, তারা মন্ত্রীর কাছে আগামী বছরসহ ২০১৬ সাল পর্যন্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি পদ্ধতি বহাল রাখার নিশ্চয়তা চায়। এ সময় ড. সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, আগে থেকে ঘোষণা না দিয়ে ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া যুক্তিযুক্ত মনে না হওয়ায় তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, চলমান সমস্যা নিরসনে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে যথেষ্ট আন্তরিক বলে মনে হয়েছে। আগামী বছরগুলোতে কি পদ্ধতিতে ভর্তি করা হবে তা নির্ধারণে উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় কমিটি গঠন করে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তবে সেই দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা নেই।

এ সময় মিডিয়া কর্মীরা শিক্ষার্থীদের নিজেদের নিয়ে ভাবনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাদের দাবি যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় মিডিয়া গত বেশ কিছুদিন ধরে পক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করেছে। এখন তারা গোঁ ধরে বসে থাকলে মিডিয়া তাদের পাশে নাও থাকতে পারে। এদিকে জিপিএ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ার দাবিদার শিক্ষার্থীরা বলে, পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ১৫ মাস পড়াশোনার সুযোগ পেলেও তারা মাত্র তিন মাস সময় পায়।

জানা যায়, মিডিয়াকে পাশে না পাওয়ার আশংকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি মেনে নেয়।

রিট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত : আদালত প্রতিবেদক জানান, শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে জিপিএ'র ভিত্তিতে মেডিকেলে ভর্তির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রিটকারী ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দ। রোববার দুপুর দেড়টার দিকে তিনি এ ঘোষণা দেন।

রোববার সকালে মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক জানান, ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টে যে রিট করা হয়েছে তা প্রত্যাহার হলে আগের পদ্ধতিতে মেডিকেলে ভর্তি। এ সিদ্ধান্তের পর মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী হাইকোর্টে যায়। তারা সেখানে রিটকারী আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দকে রিট প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়। কিন্তু তিনি রিট প্রত্যাহার করবেন না জানালে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। তারা রিটকারী আইনজীবীকে ঘিরে ফেলে।

এ সময় ইউনুস আলী আকন্দ সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতির কক্ষের সামনে থেকে সুপ্রিমকোর্টের মূল ভবনের তৃতীয় তলায় এক বিচারপতির খাস কামরার পাশে অবস্থান নেন। শিক্ষার্থীরা সেখানে গিয়েও বিক্ষোভ করতে থাকে। এক পর্যায়ে রিটকারী আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দ রিটটি প্রত্যাহার করবেন বলে শিক্ষার্থীদের জানান। কিন্তু তাতেও শিক্ষার্থীরা তুষ্ট না হয়ে তাকে মিডিয়াকর্মীদের সামনে নিয়ে আসে এবং মিডিয়ার সামনে বলতে বলে।

এ সময় ইউনুস আলী সাংবাদিকদের বলেন, আগের নিয়মে ভর্তি পরীক্ষার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিলে আমি রিট প্রত্যাহার করে নেব। কবে রিট প্রত্যাহার করে নেবেন শিক্ষার্থীদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আজ তো মোশন বেঞ্চ নেই। তাই রিট প্রত্যাহারের আবেদন করা যাচ্ছে না। আদালত বসলেই রিট প্রত্যাহার করা হবে। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সোমবার মোশন বেঞ্চ আছে, দেখি সেখানে আবেদন জানাব।

এদিকে রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ড. ইউনুস আলী সাংবাদিকদের বলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাকে না ডেকেই বৈঠকে বসেছেন। তিনি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কিন্তু সেখানে আমাকে ডাকা হয়নি। আমি রিট প্রত্যাহার করব না।

মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র ফেডারেশন সংবাদ সম্মেলন : বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, নিঃশর্তে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ছাত্র ফেডারেশন। রোববার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা এ আহ্বান জানান। তারা বলেন, সরকার মেডিকেল কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষা বাতিলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা কেবল অযৌক্তিকই নয় একইসঙ্গে স্বেচ্ছাচারী ও অগণতান্ত্রিক। তাই সরকারের উচিত কোন ধরনের শর্ত ছাড়াই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আরিফুল ইসলাম। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহবুব ইরান, দফতর সম্পাদক প্রবীর সাহা, কেন্দ্রীয় নেতা সৈকত মল্লিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি আফজালুর রহমান মিলন ও সাধারণ সম্পাদক সামিয়া রহমান প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন, সরকারের আপত্তি কোচিং সেন্টারের বাণিজ্য নিয়ে। এই আপত্তি সবচেয়ে সোচ্চারভাবে তারাই সব সময় তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই আপত্তি কিভাবে পুরো ভর্তি পরীক্ষাটাই বন্ধের কারণ হতে পারে তা তাদের বোধগম্য নয়। তিনি বলেন, কোচিং একটা অজুহাত মাত্র। অস্পষ্ট, কোটাভিত্তিক এবং জটিল একটা ভর্তি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মেডিকেল ভর্তি প্রক্রিয়াকে দলীয়করণ এবং ভর্তি বাণিজ্যের বন্দোবস্তের নতুন প্রক্রিয়ায় রূপ দেয়া হয়েছে। আর এই ভীতিটা প্রবল হয়ে উঠেছে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই সিদ্ধান্ত আঁকড়ে থাকার চেষ্টা থেকেই। সংবাদ সম্মেলনে এক পর্যায়ে আরিফুর রহমান বলেন, সরকারের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আন্দোলন দমন করতে এরই মধ্যে ঢাকায় ৮ জন এবং চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য দীপংকর ঘোষসহ ১০ জন আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছিল। কিন্তু দমন-পীড়নে আন্দোলন থামেনি বরং তা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। তিনি এ সময় আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে নিঃশর্তে ভর্তি পরীক্ষা পুনর্বহালের জোর দাবি জানান।